R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৩ সাল। | ১৭ই জুলাই, ১৯৯৬ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

## উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতার ফায়দা লুঠছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও হাসপাতালের প্রায় সমস্ত কর্মী

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার পুরো ফায়দা তুলছে বাম-ডানসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং হাসপাতাল পরিষেবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় সমস্ত কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মীদের দোষারোপ করে, পথসভায় হ্যাণ্ডবিল ছেড়ে ও এসডিএমওর বিপক্ষে কিছু উষ্মা প্রকাশ করেই ব্যবস্থা গ্রহণের ইতি টানছেন। তাই হাসপাতালে রোগীদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। হঠাৎ কোন সমস্যা নিয়ে যখন আলোড়ন হচ্ছে তখন বহরমপুর থেকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এসে সব ইউনিয়নকে নিয়ে লোকদেখান বৈঠক করে দায়িত্ব শেষ করছেন। সম্প্রতি হাসপাতালের ষ্টোরকীপার কাশীরাম দাস প্রহৃত হওয়ার পর সি এ ম ও এইচ হাসপাতালের তিন কর্মী ( ২য় পৃষ্ঠায় )

## অরঙ্গাবাদে নতুন টেলিফোন সংযোগ নিয়ে টাকার খেলা চলছে বলে অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ ঃ সম্প্রতি এখানে নতুন টেলিফোন কানেকশন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন দরখাস্তের তারিখ ধরে কানেকশন দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে রীতিমত টাকার খেলা চলছে। স্থানীয় কর্মীরা মোটা টাকার বিনিময়ে সিরিয়াল ভেঙ্গে কানেকশন দিচ্ছেন বলে অভিযোগে আবেদনকারীরা সোচ্চার। দহরপাড় কাজীপাড়ার সর্বপ্রথম দরখাস্তকারী বলে দাবীদার মহঃ ইয়াসিন আলি ২/৩/৯২ টাকা জমা দিয়ে আজ পর্যন্ত টেলিফোন পাননি। অথচ তাঁর বহু পরে টাকা জমা দিয়ে অন্ততঃ ২৫/৩০ জন ফোন ভোগ করছেন। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়াসিন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন ও ভিজিলেন্স তদন্তের দাবী করেছেন। তদন্ত করলেই এই বৈষম্য সহজেই ধরা পড়বে বলে তিনি মনে করেন। যথাশীঘ্র এর ব্যবস্থা না নিলে অরঙ্গাবাদে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেবে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের বিরুদ্ধে বলে অনেকে মনে করছেন।

## দাতার লক্ষাধিক টাকা স্কুলের উন্নতি কাজে লাগানো হয়নি বলে অর্থদাতার অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল গত ২১ জুন এই ব্লকের মনিগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুলের বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজ, শিক্ষকদের অনিয়মিত হাজিরা এবং পরিচালন সমিতির উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের কাছে এক গণডেপুটেশন দেন। ওই সময়ে গত ৫ নভেম্বর '৯৫ ইন্টারভ্যু দেওয়া সদ্য নিযুক্ত শিক্ষক তুষারকান্তি দাস গ্রামবাসী প্রতিনিধি দলের কাছে অভিযোগ আনেন, নিয়োগের সময় গত ৫ ডিসেম্বর '৯৫ তিনি স্কুলের উন্নতির জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা স্কুলের জনৈক প্রভাবশালী শিক্ষকের হাতে তুলে দেন। কিন্তু এখন অবধি ঐ বিপুল টাকা স্কুলের উন্নতিতে লাগানো হয়নি। তিনি গ্রামবাসীদের আরও জানান ঐ টাকা যাঁকে দেন তাঁর নাম উল্লেখ করে তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

## বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাভাঙ্গন শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ এ বছর বর্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ফরাক্কা, নয়নসুখ, ধুলিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর কিনারায় বসবাসকারী মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে। ব্যারেজের স্পারগুলি ক্ষয় হয়ে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাই কিনারার বাসিন্দারা রাত জেগে নদীর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। গত বর্ষায় এই সব এলাকার রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। শুধু তাই নয় আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক দলই জনগণের সঙ্গে রীতিমত সংযোগ রক্ষা করে চলেন। ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে ( ৩য় পৃষ্ঠায়

## ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলে অচলাবস্থার অবসান

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা ঃ গত দুমাস ধরে ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা চলছিল তার অবসান ঘটেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী সংগঠনের যৌথ সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাহার করেছেন। উল্লেখ্য যে এই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে একটি সেকসন বন্ধ ; প্রাথমিক স্তরে হিন্দি বাধ্যতামূলক করা এবং একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগে ৬০টি আসন কমানোর মত অনৈতিক সিদ্ধান্ত এ বছর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কার্যকর করেছিলেন। ফলে এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে দেখা দেয়। অনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারসহ আরও কয়েক দফা দাবী মেনে নেওয়ায় স্কুলে অচলাবস্থার অবসান হয়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## এই কি পথ ?

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ভর্তি সমস্যা—বিশেষ করিয়া পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্র-ভর্তির সমস্যা স্থানীয় শহরে প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান মাসের প্রথম দিকে সিপিএম দলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই আবেদনকারী সব ছাত্রকে ভর্তি করিতে হইবে—এই দাবীতে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়াছিল। এমন কি একদিন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ঘেরাও করা হইয়াছিল। ফলে গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন পঠন-পাঠনের কাজ পুরাদমে চলিবার কথা, তখন এস এফ আই বিদ্যালয়ের কাজ চালাইতে দেয় নাই। ইহার ফলে স্থানীয় অভিভাবকগণ অত্যধিক ক্ষুব্ধ হন বলিয়া আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসা করিতে মহকুমা শাসক মহোদয় নাকি দুইটি শিফটে বিদ্যালয় চালাইবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু শহরের এই দুইটি বিদ্যালয়ে তাহা সম্ভব নয়। কারণ দুই শিফটে কাজ করাইতে গেলে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ান দরকার। শিক্ষক সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয় এবং অতিরিক্ত শিক্ষক পাওয়াও যাইতেছে না। ফলে সমস্যার সমাধানসূত্র এখনও মিলে নাই।

রঘুনাথগঞ্জ বালকদের বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রতি বেঞ্চে পাঁচ জনের পরিবর্তে ৮/৯ জন ছাত্র বসিতেছে। ডেস্কে খাতা রাখিয়া লেখার কাজ একেবারেই অসম্ভব। শিক্ষক মহাশয়দের পক্ষ হইতে নিয়মরীতি মানিয়া শিক্ষাদানও সম্ভব হয় না। ছাত্র হাজিরা দেখিতেই ৪০ মিনিটের পিরিয়ডের অর্দ্ধেক চলিয়া যাইতেছে। ইহার পর শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলারক্ষা তথা পাঠদান কার্যের জন্য কতটুকু সময় পাওয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাঠদান বক্তৃতা পদ্ধতিতেই হয়ত সারিতে হয়।

জানা গিয়াছে যে, শহরের বাহিরে একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্তাহে তিনদিন করিয়া পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের ক্লাস করা যে এক অভিনব ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় নাকি ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ এইরূপ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। ইহা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এবং তিনি মৌখিকভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যা ভাল বুঝিবেন, করিবেন—এইরূপ নাকি বলিয়াছেন। তাই সেখানে এই ভাবেই পড়াশুনার কাজ চলিতেছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিদ্যালয়গুলিতে ইহা এখনও চালু হয় নাই।

সমস্যার দিকে তাকাইলে সহজেই বুঝা যায় যে, সরকার অগ্রসর না হইলে কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমত গৃহ সমস্যা। আরও ক্লাসঘর তৈয়ারী হওয়া দরকার। সে ক্ষেত্রে সরকার ও জনসাধারণ (অর্থবান ও বদান্য)—এই উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি সরকারকেই করিতে হইবে। রঘুনাথগঞ্জ শহরে অন্ততঃ আরও একটি করিয়া বয়েজ ও গার্লস স্কুলের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে জনসাধারণের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখানে রামমোহন বিদ্যালয় নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে অচিরেই মঞ্জুরী প্রদান করিয়া ছাত্র ভর্তি সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। এবিটিএ-এর মহকুমা শাখা, সিপিএম-এর নানা সংগঠন সরকারকে অবহিত করা ও সমস্যা সমাধান করার বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিলে জনসাধারণ সাধুবাদ দিবেন। অনর্থক ছাত্র-ধর্মঘট করাইয়া শিক্ষাদিবস নষ্ট করার মধ্যে চমক থাকিতে পারে, সুরাহা কিছু হইবে না।

## চরম ব্যর্থতার ফায়দা লুটছে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

জয়ন্ত সংকার, মহঃ সানাউল্লা ও মহঃ খসিমুদ্দিনকে তদন্তের স্বার্থে অন্যত্র বদলীর সুপারিশ করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে। তবে '৯২ সালেও ঐ তিন কর্মীসহ কয়েকজনের বদলীর আদেশ এলেও আইনের আশ্রয় নিয়ে ও ইউনিয়নের জোরে প্রত্যেকেই বহাল তবিয়তে এই হাসপাতালেই রয়ে যান। তাই সি এম ও এইচের সুপারিশ বা রাজ্য অধিকর্তার অর্ডার কতটা কার্যকরী হবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যদিকে ষ্টোরকীপার কাশী দাস হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন যে সব ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যজিৎ মজুমদার তাঁদের অন্যতম। শোনা যায়, কাশীবাবুকে সত্বর হাসপাতাল থেকে ছুটি করে দেবার ব্যাপারে ডাঃ মজুমদারের উপর বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে চাপ আসতে থাকায় তিনি নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের যে কোন হাসপাতালে বদলীর জন্য আবেদন জানান। যদিও ডাঃ মজুমদার আমাদের কাছে এ সব ব্যাপার রটনা বলে জানান। এছাড়া ই সি জি র জন্য ব্যবহৃত কাগজ বহুদিন ধরে সরবরাহ না থাকায় ভারপ্রাপ্ত ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী হাসপাতালের রোগীদের ই সি জি করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে সম্প্রতি সুপারকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। এই সব ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে হাসপাতাল পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত কর্মীই যে যেমন পারছে লুটেপুটে খাচ্ছে। সঙ্গে থাকছে রাজনৈতিক দলের মদত। কারণ তাদের লক্ষ্য সংগঠন ও ভোটব্যাঙ্ক ঠিক রাখা। পঃ বঙ্গের সমস্ত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা খারাপ হলেও কারো কারো মতে জঙ্গিপুরের মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হওয়ায় এখানকার হাসপাতালে ঘুঘুর বাসা মজবুত। আর ঠিক তারই সুযোগে হাসপাতালের সমস্ত স্তরের কর্মী ও ডাক্তাররা শহরে প্রাইভেট চেম্বার, নার্সিংহোম, প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার (?) ও এক্সরে ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ম করে এক একবার এ সব বেনিয়মের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে পুনরায় চুপ মেরে যাচ্ছে। হাসপাতালের আউটডোরে রোগী পিছু ষাট পয়সা এবং ইনডোরে রোগী পিছু চার টাকার ওষুধ প্রতিদিন বরাদ্দ বলে জানা যায়। কিন্তু আউটডোর তো দূরের কথা ইনডোরে সেলাইন পাওয়াই রোগীদের ভগবান পাওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোন বড় ধরনের বেনিয়ম হলে হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও কাদা ছোড়া-ছুড়িতে মত্ত হয়ে উঠছে। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে এমনিতেই অপকর্মের তালিকা শীর্ষে। হাসপাতালে লড়াই চলে পাচার মালের বখরা নিয়ে। ভাগের মাল যে যখন পাচ্ছে না, সে তখন সাধু সেজে অন্য দলকে আক্রমণ করছে। অথচ দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা মিছিলের শ্লোগানে এবং হ্যাণ্ডবিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কোন অজ্ঞাত কারণে। দীর্ঘকাল ধরে সব ঘটনাই তদন্তের নামে চাপা পড়ে থাকছে। হাসপাতালে অরাজকতার নবতম সংযোজন—গত ১২ জুলাই বিকালে হাসপাতালের টেলিফোন ওয়ার্ড মাষ্টারের ঘর থেকে চুরি হয়ে যাওয়া। ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ সি আর সামন্তর পরামর্শক্রমে ওয়ার্ড মাষ্টার পরদিন ১৩ জুলাই থানায় এফ আই আর করেন। ( ৩য় পৃষ্ঠায়)

### মুর্শিদাবাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসার সমিতির সাহিত্য সম্মেলন

সংবাদদাতা ঃ গত ৩০ জুন বহরমপুর রবীন্দ্র-সদনে মুর্শিদাবাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসার সমিতির সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মৃন্ময় পাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ডঃ দিলীপ মালাকার। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডঃ সরোজ মিত্র, প্রাবন্ধিক দেবকুমার বসু, ডঃ নীরোদ হাজরা, ডঃ মন্দিরা রায় ও ডাঃ বিজয়ভূষণ রায় প্রমুখ। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অধ্যাপক কিশোর রায় চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্য-দান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন মুখ্য উপদেষ্টা লোহারাম রায় ও সম্পাদক প্রভাত মুখো-পাধ্যায়। সব বক্তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজ সচেতনতা আনার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে সমিতির নিজস্ব মুখপত্র 'মুর্শিদাবাদ সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি স্বপন বাগচী ও সদস্য ভক্তদাস সাহা।

### গঙ্গাভাঙ্গন শুরু ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ঘনঘন ধর্ণা ও ডেপুটেশন চলতে থাকে। অফিসের কাজকর্মও বন্ধ করে দেওয়া হয় আন্দোলনের তরঙ্গে। এমন কি ঐ এলাকার সমস্ত সরকারী অফিস পর্যন্ত অচল করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ বছর নির্বাচনী প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায় সব রাজনৈতিক দলই চুপচাপ। বর্তমানে গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটিরও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। এমন কি নব-নির্বাচিত কংগ্রেসী বিধায়ক মইনুল হকও এ ব্যাপারে কোন কর্মসূচী নিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। অন্যদিকে বামদলগুলি তাঁদের প্রতি সমর্থনহীন জনগণের দুর্গতি দেখেও দেখছেন না। তবে জঙ্গিপুর লোক-সভার সাংসদ ইদ্রিশ আলী এ ব্যাপারে নড়ে-চড়ে বসেছেন। তিনি গঙ্গাভাঙ্গন রোধ নিয়ে সংসদে দাবী তুলেছেন ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। গত ৫ জুলাই শ্রীআলী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে ৬ জুলাই ব্যারেজের জি এমের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জি. এম. ক্ষয়প্রাপ্ত গঙ্গার স্পারগুলি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্য এক খবরে জানা যায় মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকজন বিধায়ক রাজ্যের সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যাপারে কথা বললে তিনি অর্থাভাবে রাজ্য সরকার ভাঙ্গনের কাজে সব জায়গায় হস্তক্ষেপ করতে পারছেন না বলে জানান। তবে জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থেকে লালবাগ মহকুমার শেখালীপুর পর্যন্ত নদীর পারে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে এবং জলঙ্গীর অবস্থা ভয়াবহ হওয়ায় সেখানে যতটুকু প্রয়োজন কাজ হবে। রঘুনাথগঞ্জ এ্যান্টি-ইরোসন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায় ধুলিয়ানের কামালপুর, গুড়িপাড়া ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় ও সেখালীপুর অঞ্চলে ভাঙ্গনরোধের প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

### হাসপাতালের প্রায় সমস্ত কর্মী

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

কে বা কারা টেলিফোনটি কিভাবে বিকাল-বেলায় চুরি করলো সে সম্বন্ধে কোন আভাস দিতে না পারায় এবং চুরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানাকে না জানানোয় হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে খবর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক তদন্তকারীদল হাসপাতালে তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তের স্বার্থে হাসপাতালে ও মহকুমা শাসক অফিসে স্থানীয় রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন ব্যক্তি হাসপাতালের দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন তথ্য দিতে চাইলে তা দিতে পারেন বলে নোটিশ জারী।

### মহকুমা শাসক অফিসের জীর্ণ অবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের প্রায় কক্ষের অবস্থা সঙ্গীন। এ বছর বর্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বহু দপ্তরের ঘরে জল পড়ছে, প্লাষ্টার ছেড়ে পড়ছে। সম্প্রতি মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের নির্দেশে এল আর দপ্তরের ঘরে জল পড়ায় সেই ঘর বন্ধ করে দিয়ে দপ্তরটিকে এসসি/এসটি/ওবিসি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দুটি দপ্তর একই করে কাজ করায় কাজের নথিপত্র সামলাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা হিমসিম খাচ্ছেন বলে জানা যায়। এ ছাড়া মহকুমা শাসক অফিসে উপযুক্ত ঘর এবং জায়গার অভাবে বিভিন্ন দপ্তরের বহু মূল্যবান নথিপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে আমাদের প্রতিনিধিকে বহু কর্মী অভিযোগ করেন।

### আশপাশের বাড়ীর ময়লা জলে রাস্তা নরককুণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের সাগরদীঘি বাস-ষ্টপেজের পূর্বদিক দিয়ে শ্মশানঘাট যাবার রাস্তাটিকে নরককুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বর্ষার এবং আশপাশের বাড়ীর ময়লা জলে রাস্তাটি মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। দৈনিক ৪ থেকে ৬টি শববাহকের দলকেও যেতে হয় শ্মশানঘাটে। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই পথটির দুপাশে বেশ কিছু নাগরিক বসবাস করেন। তাঁদের অনেকের ধারণা ২০ নং ওয়ার্ড কংগ্রেসী দখলে থাকায় সিপিএম পুরবোর্ড ওয়ার্ডের কাজে অবহেলা করছেন।

---

**Corrigendum**

NTPC HIGH SCHOOL
P O. Pubarun—732215
Dist. Malda, West Bengal

The recruitment advertisement inviting applications for teaching staff published earlier in this newspaper stands cancelled. Hence no application against this advertisement shall be entertained.

DGM(T/A) & Working Chairman

---

**২৫শে বৈশাখ**
**১৪০৩**

*জয় হোক মানুষের,*
*ওই নবজাতকের,*
*ওই চিরজীবিতের।*

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

Memo No. 274 (29)/Inf./Msd. Dated 21/6/96

## বিধায়ক অধীর চৌধুরীর সভায় লক্ষাধিক জনসমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নবগ্রামের কংগ্রেস বিধায়ক অধীর চৌধুরী গত ৮ জুলাই নবগ্রাম হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে ঐ সভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, কলকাতা, হাওড়া, নদীয়ার বিধায়ক ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচিত বিধায়করা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ, অম্বিকা ভট্টাচার্য, তাপস রায়, মদন মিত্র প্রমুখ এই সভায় নবগ্রামের জনগণকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অধীর চৌধুরী বলেন ১৯৯১ থেকে আমি সিপিএমের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছি। কংগ্রেস বিশেষ করে সোমেন মিত্র আমাকে আশ্রয় দিয়ে সাহস দিয়ে আজকের এই বিপুল জয়ের অধিকারী করেছেন। আমি মানুষের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যদি সিপিএম অঞ্চল প্রধানরা কাজ না করেন, তবে তাঁদের কাছ থেকে জনগণের সাহায্যে কাজ আদায় করে নেবো। জেনে রাখুন এক নতুন যুগ আসছে। ২০০১ সালে নির্বাচনে আমরা কংগ্রেসীরাই পঃ বঙ্গে ক্ষমতায় আসছি। সোমেন মিত্র বলেন আপনাদের নির্বাচিত প্রিয় বিধায়ককে আপনাদের কাছে এনে দেওয়ার দায়িত্ব আমি পালন করলাম। এখন তাঁর সাহায্য নিয়ে এবং তাঁকে সাহায্য করে আপনারা আপনাদের সমস্যা দূর করে নেবেন এই আশা রাখি।

**বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।**

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

**বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স**

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## ঝার্ণি ও মসিয়ার দলের মহরম উৎসব

জঙ্গিপুর : গত ৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর মাঠে ঝার্নি ও মসিয়ার দলগুলি মহরম উৎসব পালন করেন। সর্বমোট ৫০টি দল এই উৎসব আনন্দে যোগ দেন বলে খবর।

## দাতার লক্ষাধিক টাকা ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

লিখিত অভিযোগ জানিয়ে অবিলম্বে টাকা উন্নয়নে লাগাবার দাবী জানিয়েছেন। গ্রামবাসীরা উক্ত শিক্ষকের এই অভিযোগ শোনার পর তাঁদের দাবীপত্রে অবিলম্বে ঐ টাকা উদ্ধার ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহারের দাবী জানিয়ে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন বলে প্রকাশ। এ ব্যাপারে সত্বর কোন ব্যবস্থা না হলে গ্রামবাসীরা গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানা যায়।

## বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী পুষ্পরাণী দাস স্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস সাকিম ধুলিয়ান ঠাকুরপাড়া থানা সামসেরগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি ও আমরা ভগ্নী চতুষ্টয় আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী মৃত শ্যামাপদ দাসের পুত্র অরুণকুমার দাস মহাশয় বরাবর গত ইং ২২/১১/৯৪ তারিখে যে খাস আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম, উক্ত আমমোক্তারনামা আমি বাতিল করিয়া দিয়াছি। উপরোক্ত খাস আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত অরুণকুমার দাস মহাশয় আমার পক্ষ হইতে আমার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না এবং করিলেও তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।

## নিরুদ্দেশ

গত ২৯/৬/৯৬ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রপল্লী থেকে চন্দন রায় (২৮/২৯) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক নিখোঁজ হয়েছে। তার গোঁফের নীচে ঠোঁট কাটা, গায়ের রং কালো, রোগাটে গড়ন, লম্বা মুখাকৃতি। পরনে খয়েরী রঙের পাজামা ও হাল্কা আকাশী ছাপা ফুলহাতা শার্ট। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দিতে পারলে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীবিবেকানন্দ দাস, রবীন্দ্রপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ

ফোন নং ৬৬২৫৭ (এসটিডি ০৩৪৮৩) অথবা রঘুনাথগঞ্জ থানা,

**2 YEARS WARRANTY**

**WEBEL NICCO TV**

**Dealer :**

**Bharat Electronics**

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

**Sengupta Elcetronics**

Raghunathganj, Murshidabad